ব্যাংকিং ব্যবসায় ও তার ধরন

ইউনিট ৯

ভূমিকা

ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মত ব্যবসা করে। এর মূল ব্যবসায়িক পণ্য হল অর্থ। সুদের বিনিময়ে এক পক্ষের কাছ থেকে অর্থ নেয় এবং উচ্চ হারে অন্য পক্ষের কাছে তা লগ্নি করে। এ ভাবেই ব্যাংক ব্যবসা করে এবং মুনাফা অর্জন করে। তবে এটি যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এতে কোন সন্দেহ নেই।

এই ইউনিট পাঠের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা ব্যাংকের গঠন, কর্মপরিধি, উদ্দ্যেশ্য এবং তার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারবেন এখানে ব্যাংকিং ব্যবসার শ্রেণিবিন্যাসের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণির বিভিন্ন ব্যাংকব্যবস্থা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেয়া হয়েছে। তাছাড়া সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানতে পারবেন। ব্যাংকিং ব্যবসা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভের ক্ষেত্রে এই অধ্যায়টি খুবই কার্যকরী হবে।

তাহলে আসুন আমরা এই ইউনিটের পাঠগুলো পাঠ করি এবং জেনে নিই ব্যাংকিং ব্যবসায়ের ধারণা ও ধরন।

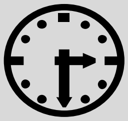 **ইউনিট সমাপ্তির সময়**	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৯.১ : ব্যাংকের গঠন, ব্যাংকের উদ্দেশ্য
পাঠ-৯.২ : ব্যাংক ব্যবসায়ের মূলনীতি
পাঠ-৯.৩ : ব্যাংকের শ্রেণিবিভাগ, সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকের পার্থক্য

মূখ্য শব্দ	ব্যাংকের গঠন, ব্যাংকের উদ্দেশ্যাবলি, ব্যাংক ব্যবসায়ের মূলনীতি, সরকারি ব্যাংক ও বেসরকারি ব্যাংক।

পাঠ-৯.১ ব্যাংকের গঠন ও ব্যাংকের উদ্দেশ্যাবলি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যাংকের গঠন ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ব্যাংকের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।

ব্যাংকের গঠন

বাংলাদেশে ব্যাংকিং ব্যবসা পরিচালনার জন্য আলাদা আইন রয়েছে এবং সেই আইনের অধীন ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি উভয় মালিকানায় ব্যাংক পরিচালিত হচ্ছে। প্রচলিত আইন অনুযায়ী সর্বনিম্ন ২ জন ও সবোর্চ্চ ১৩ জন পরিচালক নিয়ে প্রাইভেট ব্যাংক গঠন করা যায়। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির মালিকানায় ব্যাংকের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৭ জন এবং সর্বোচ্চ সীমাহীন পরিচালকের সমন্বয়ে ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা যায়। সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকের গঠন ও ব্যবস্থাপনা-প্রক্রিয়া একটু ভিন্ন। সরকারি ও বেসরকারি উভয় মালিকানার ব্যাংক প্রতিষ্ঠার অনুমোদন কেন্দ্রীয় ব্যাংক তথা বাংলাদেশ ব্যাংক দিয়ে থাকে।

ব্যাংকের উদ্দেশ্যাবলি

মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি একটি ব্যাংক নানাবিধ গঠন মূলক কাজ করে থাকে। তাই বর্তমানে ব্যাংকের উদ্দেশ্য শুধু মুনাফা অর্জন বলা যাবে না। নিচে এগুলোর বিবরণ দেওয়া হল:

১) মালিকের তহবিলের বিনিয়োগ : উদ্যোক্তাদের মূলধন ব্যাংকিং ব্যবসায় বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করা ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য।

২) উন্নয়নে অংশগ্রহণ : মালিকের মূলধন ও আমানতের অর্থ উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল করা ব্যাংকের অন্যতম উদ্দেশ্য।

৩) সামাজিক অবদান : অর্জিত মুনাফার একটি অংশ সিএসআর-এর আওতায় সামাজিক কর্মকাণ্ডে সহায়তা করা ব্যাংকের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য।

৪) মূলধন গঠন : সমাজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে ব্যাংক আমানতের মাধ্যমে সংগ্রহ করে তা বড় বড় কারবারি প্রতিষ্ঠানকে বিনিয়োগের জন্য ঋণ দেয়। দেশে মূলধন গঠনে সাহায্য করা এবং সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করা সরকারের একটি প্রধান উদ্দেশ্য।

৫) শিল্পায়ন : শিল্পোক্তাদের প্রয়োজনীয় ঋণ মূলধন সরবরাহ করে দেশের শিল্পায়ন বাড়ানো ব্যাংকের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য।

৬) মুদ্রাবাজার নিয়ন্ত্রণ : মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিচ্ছিনড়বভাবে একা একা সাফল্যের সাথে সম্পাদন করতে পারেনা। দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংক এক্ষেত্রে মুদ্রাবাজার নিয়ন্ত্রণে সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সাহায্য করে।

৭) আমানত : জনগণের ক্ষুদ্র সঞ্চয় আমানত হিসাবে সংগ্রহ করা ব্যাংকের একটি মৌলিক উদ্দেশ্য।

৮) নিরাপত্তা : গ্রাহকের অর্থ ও মূল্যবান সামগ্রী যেমন– সোনা-গহনা বা অন্যান্য মূলবান সামগ্রী নিরাপদে গচ্ছিত রাখা ব্যাংকের একটি উদ্দেশ্য।

৯) পরামর্শদাতা : ব্যাংক যেহেতু পেশাদারিত্বের মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা করে এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানই মূল গ্রাহক যেহেতু বিভিন্ন বিষয়ে গ্রাহকের পরামর্শক হিসেবে কাজ করা ব্যাংকের অন্যতম উদ্দেশ্য।

শিক্ষার্থীর কাজ	ব্যাংকের গঠন ও উদ্দেশ্য বর্ণনা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করে তুমি তোমার শিখন কার্যটি ঝালাই করে নাও।

সারসংক্ষেপ:

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আইন অনুযায়ী বর্তমানে সর্বনিম্ন ২ জন ও সবোর্চ্চ ১৩ জন পরিচালকের সমন্বয়ে প্রাইভেট ব্যাংক স্থাপন করা যায়। তিনটি প্রেক্ষাপটে ব্যাংকের উদ্দেশ্য আলোচনা করা যায়:

ক) ব্যাংকের মালিক ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের প্রেক্ষাপটে ব্যাংকের উদ্দেশ্যাবলি, মুনাফা অর্জন করা।

খ) সরকার এবং রাষ্ট্রীয় পক্ষের প্রেক্ষাপটে ব্যাংকের উদ্দেশ্যাবলি, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি।

গ) ব্যাংক গ্রাহকদের প্রেক্ষাপটে ব্যাংকের উদ্দেশ্যাবলি উন্নত সেবা প্রদান করা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) দিন।

১। প্রাইভেট ব্যাংকের সবোচ্চ পরিচালকের সংখ্যা কতজন?

ক. ১০ জন খ. ১৩ জন
গ. ১১ জন ঘ. ১২ জন

২। সরকারি ব্যাংকের সবোচ্চ কর্মকর্তার পদবি কী?

ক. চেয়ারম্যান খ. গভর্নর
গ. মহাব্যবস্থাপক ঘ. ব্যবস্থাপক

৩। ব্যাংক কোন ধরনের আমানতের উপর সুদ প্রদান করে না?

ক. সঞ্চয়ী আমানত ক. স্থায়ী আমানত
গ. চলতি আমানত ঘ. মেয়াদি আমানত

৪। মালিক ও ব্যস্থাপনা কর্তপক্ষের দৃষ্টিকোন থেকে ব্যাংকের উদ্দেশ্য কয়টি?

ক. ৪ টি খ. ৫ টি
গ. ৩ টি ঘ. ৬ টি

৫। গ্রাহকের অর্থ ও মূল্যবান সম্পদের নিরাপত্তা প্রদান করা ব্যাংকের একটি

ক. বৈশিষ্ট্য খ. কাজ
গ. নীতি ঘ. উদ্দেশ্য

পাঠ-৯.২ ব্যাংকিং ব্যবসায়ের মূলনীতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যাংকিং ব্যবসায়ের মূলনীতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ব্যাংকিং ব্যবসার মূলনীতি

ব্যাংকিং একটি ঝুঁকিবহুল ব্যবসায়। অন্যের অর্থ নিয়ে ব্যবসায় করার কারণে ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানকে বেশকিছু মৌলিক নীতি অনুসরণ করে ব্যবসা পরিচালনা করা হয়।

১) নিরাপত্তার নীতি : ব্যাংক ব্যবসার একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি গ্রাহকের অর্থ ও ঋণ হিসাবে প্রদত্ত অর্থের নিরাপত্তা বিধান।

২) মুনাফার নীতি : ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হিসেবে মুনাফা অর্জন করা ব্যাংকের অপরিহার্য নীতি।

৩) তারল্যনীতি : আমানতকারী যখন টাকা তুলতে চায়, তখন তাদের নগদ টাকা দিতে হবে। আবার এটা বিবেচনায় রেখে যদি আমানতের সব টাকা ব্যাংক তরল অবস্থায় রেখে দেয়, তবে ব্যাংকের কোনো বিনিয়োগ হবে না এবং ব্যাংকটির কোনো মুনাফাও হবে না। সুতরাং সার্থক ব্যাংক ব্যবসা মানে হলো সঠিক তারল্যনীতি যেখানে অতিরিক্ত তারল্যও থাকবে না আবার তারল্য সংকটও হবে না। তারল্যনীতি ব্যাংক ব্যবসায় অন্যতম মূলনীতি।

৪) সচ্ছলতার নীতি : আর্থিক সচ্ছলতার অভাবে ব্যাংক দেউলিয়া হতে পারে। তাই আর্থিক সচ্ছলতা বা প্রাচুর্য ব্যাংকের একটি অন্যতম নীতি।

৫) দক্ষতার নীতি : ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় বোর্ড, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ব্যাংকিং ব্যবসায় পেশাদারীত্ব।

৬) সেবার নীতি : ব্যাংকের গ্রাহকদের বহুবিধ সেবা প্রদান করা ব্যাংকের একটি অন্যতম দায়িত্ব।

৭) গোপনীয়তার নীতি : ব্যাংকের গ্রাহকের আস্থা অর্জনের একটি উপায় তাদের হিসাবের গোপনীয়তা রক্ষা করা। তাই গোপনীয়তা রক্ষা করা ব্যাংকের একটি অন্যতম নীতি।

৮) বিনিয়োগ নীতি : বিনিয়োগের শর্তসমূহে (বিনিয়োগের আকার, মেয়াদ, সুদের হার ইত্যাদি) যে নীতি অনুসরণ করা হয়, তাই বিনিয়োগের নীতি। সুষ্ঠু বিনিয়োগের নীতির উপর ব্যাংকের সফলতা অনেকাংশে নির্ভর করে।

৯) উন্নয়নের নীতি : মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক উনড়বতিতে সাহায্য–সহযোগিতা করাও ব্যাংকের নীতি হওয়া উচিত।

১০) মিতব্যয়িতার নীতি : ‘স্বল্পব্যয়ে অধিক কাজ’ ব্যাংকের অন্যতম নীতি। ব্যয় সংকোচন নীতির মাধ্যমে অধিক মুনাফা অর্জন সম্ভব।

১১) সততা ও বিশ্বস্ততার নীতি : দক্ষ ব্যাংক ব্যবসার পূর্বশর্ত হলো ব্যাংকের উপর গ্রাহকদের আস্থা। এই আস্থা অর্জনের জন্য বিভিন্ন প্রকার সততা ও বিশ্বস্ততার নীতি অবলম্বন করা প্রয়োজন।

১২) সাবধানতার নীতি : অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকি এড়ানোর জন্য বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংকের সাবধানতার নীতি মেনে চলা বাঞ্ছনীয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	একটি ব্যাংকে ব্যাংকিং ব্যবসায়ের মূলনীতি প্রয়োগ করে তুমি তোমার শিখন কার্যটি ঝালাই করে নাও।

সারসংক্ষেপ:

ব্যাংক গ্রাহকের অর্থ নিয়ে ব্যবসায় করার কারণে ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানকে ঝুঁকি এড়ানোর জন্য বেশকিছু মৌলিক নীতি মেনে চলতে হয় তা হলো: নিরাপত্তার নীতি, মুনাফার নীতি, তারল্যনীতি, সচ্ছলতার নীতি, দক্ষতার নীতি, সেবার নীতি, গোপনীয়তার নীতি, বিনিয়োগ নীতি, উন্নয়নের নীতি, মিতব্যয়িতার নীতি, সততা ও বিশ্বস্ততার নীতি, সাবধানতার নীতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) দিন।

১। ঝুঁকি কমানোর জন্য ব্যাংক প্রতিষ্ঠানকে কোন নীতি মেনে চলতে হয়?

ক. মৌলিক নীতি   খ. শর্তাবলী

গ. নিয়ম-কানুন   ঘ. সুনামের নীতি

২। "স্বল্প ব্যয়ে অধিক কাজ" ব্যাংকের কোন ধরনের নীতি?

ক. তারল্য নীতি   খ. মুনাফা নীতি

গ. মিতব্যয়িতার নীতি   ঘ. দক্ষতার নীতি

৩। ব্যাংকের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে কোন নীতির ওপর?

ক. তারল্য নীতি   খ. দক্ষতার নীতি

গ. মিতব্যয়িতার নীতি   ঘ. মুনাফা নীতি

৪। কোন নীতির ব্যর্থতার কারণে ব্যাংকের প্রতি গ্রাহকের আস্থা বিনষ্ট হয়?

ক. কর্মদক্ষতার নীতি   খ. সুনামের নীতি

গ. নিরাপত্তার নীতি   ঘ. গোপনীয়তার নীতি

পাঠ-৯.৩ ব্যাংকের শ্রেণিবিন্যাস

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যাংকের শ্রেণিবিন্যাস বর্ণনা করতে পারবেন।

ব্যাংকের শ্রেণিবিন্যাস

কাজের ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকের বিবরণ দেওয়া হল:

১) কেন্দ্রীয় ব্যাংক : কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের সব ব্যাংকের মুরব্বি, পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক। গোটা ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র। কেন্দ্রীয় ব্যাংক (Central Bank) মুদ্রাবাজারকে সুসংগঠিত আকারে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যেই গঠিত। সাধারণত মুদ্রা প্রচলন, অর্থ সরবরাহ তথা ঋণ নিয়ন্ত্রণের বিশেষ ক্ষমতা ও দায়িত্বে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিয়োজিত। বাংলাদেশে বাংলাদেশ ব্যাংক, ইংল্যাণ্ডে ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড, জাপানে ব্যাংক অব জাপান কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসাবে কার্যরত রয়েছে।

২) বাণিজ্যিক ব্যাংক : মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য জনগণের সঞ্চিত অর্থ আমানত হিসাবে গ্রহণ এবং সে আমানত হতে ঋণ প্রদান কাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যাংককে বাণিজ্যিক ব্যাংক (Commercial Bank) বলা হয়। যেমন: ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড।

৩) উন্নয়ন ব্যাংক : এই ব্যাংকের উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন খাতের উন্নয়ন করা। কৃষির উন্নয়নের জন্য কৃষি খাতে ঋণ দেওয়া। যেমন–

ক) কৃষি ব্যাংক : কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষকগণকে বিভিন্ন মেয়াদের ঋণ প্রদানসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে যে ব্যাংক কাজ করে, তাকে কৃষি ব্যাংক বলে। এটি একটি বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর দেশ। আমাদের কৃষি উন্নয়ন অনেকখানি নির্ভর করে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের দক্ষতার উপর।

খ) শিল্প ব্যাংক : দেশের শিল্প খাতে উন্নয়নের লক্ষ্যে যে ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়, তাকে শিল্প ব্যাংক বলে। যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, ভূমি ক্রয়, কারখানা নির্মাণ ইত্যাদির জন্য শিল্প ব্যাংক ঋণ প্রদান করে থাকে। বিডিবিএল (Bangladesh Development Bank Limited) বাংলাদেশে এই ধরনের একটি ব্যাংক।

গ) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ব্যাংক : ক্ষুদ্রশিল্পের উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করে শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করার জন্য ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ব্যাংক আর্থিক সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করে থাকে।

ঘ) আঞ্চলিক ব্যাংক: কোনো অঞ্চল বিশেষের কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য যে ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়, তাকে আঞ্চলিক ব্যাংক (Regional Bank) বলা হয়। যেমন- রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ।

ঝ) ধর্মীয় দৃষ্টিকোণভিত্তিক ব্যাংক

বিভিন্ন ধর্ম তাদের ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মীয় অনুশাসন প্রয়োগকল্পে যে ব্যাংকগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়, তাদের ধর্মীয় ব্যাংক বলে। ইসলামি শরিয়া অনুযায়ী দেশের প্রায় ৯০ ভাগ মুসলিম জনগোষ্ঠীকে সেবা দানের লক্ষ্যে ১৯৮৩ সালে সর্বপ্রম বাংলাদেশে বেসরকারি ব্যাংক হিসাবে ইসলামিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাথে সেবা প্রধানের সামঞ্জস্য থাকলেও ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় আমানত গ্রহণ ও ঋণ প্রদানের নিমড়বলিখিত পণ্য ও সেবা দেখতে পাওয়া যায়।

১) ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড
২) আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
৩) সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
৪) এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড
৫) শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
৬) ফাস্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

৭) আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্য

সরকারি ব্যাংক : সরকারি উদ্যোগে গঠিত ও সরকারি অর্থে পুঁজি সংগৃহীত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যাংকেই এককথায় সরকারি ব্যাংক বলে। যেমনঃ সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, জনতা ব্যাংক লিমিটেড ও অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড ইত্যাদি।

বেসরকারি ব্যাংক : ব্যক্তি মালিকানায়, যৌথ মালিকানায় বেসরকারি উদ্যোগে গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যাংককেই এককথায় বেসরকারি ব্যাংক (Private Bank) বলে। যেমনঃ এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড, ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড, যমুনা ব্যাংক লিমিটেড, আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীর কাজ	

সারসংক্ষেপঃ

কাঠামো, মালিকানা, গঠন, নিবন্ধন, অঞ্চল ও নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে ব্যাংকিং ব্যবসায়কে শ্রেণিবিন্যাস করা যায়ঃ ক) কাঠামোভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ, খ) কার্যভিত্তিক শ্রেণিকরণ, গ) কারবারি সংগঠনভিত্তিক শ্রেণিকরণ, ঘ) মালিকানাভিত্তিক শ্রেণিকরণ, চ) নিবন্ধনভিত্তিক শ্রেণিকরণ, জ) নিয়ন্ত্রণভিত্তিক শ্রেণিকরণ ও ঝ) ধর্মীয় দৃষ্টিকোণভিত্তিক ব্যাংক ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) দিন।

১। ব্যাংকের নিয়ন্ত্রনভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ কয়টি?

ক. ৪টি　　খ. ৩টি

গ. ৫টি　　ঘ. ৬টি

২। তালিকাভূক্ত ব্যাংকের অভিভাবক কে?

ক. কেন্দ্রীয় ব্যাংক　　খ. বাণিজ্যিক ব্যাংক

গ. ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ　　ঘ. ব্যালাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

৩। শাখা ব্যাংকিং এর মূল সুবিধা কী?

ক. মূলধনের গতিশীলতা বৃদ্ধি　　খ. অধিক মূলধন সংগ্রহ

গ. সামাজিক সুবিধা　　ঘ. তারল্য সুবিধা

৪। বাংলাদেশে কত সালে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়?

ক. ১৯৮৫　　খ. ১৯৯৩

গ. ১৯৮৩　　ঘ. ১৯৭৩

৫। ঋণগ্রহীতাকে যখন কোন কিছু ক্রয় করার জন্য অর্থায়ন করা হয়, তখন তাকে কী বলে?

ক. মুসারাকা　　খ. মুদারাবা

গ. বাইমুয়াজ্জল　　ঘ. মুরাবাহা

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

উত্তর সংক্ষেপ

ক. জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

১। চেইন ব্যাংকিং কী?

২। শাখা ব্যাংকিং কী?

৩। সরকারি ব্যাংক কী?

৪। বেসরকারি ব্যাংক কী?
৫। ইসলামী ব্যাংক কী?

খ. অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

১। একক ব্যাংক ও শাখা ব্যাংক এর মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য আলোচনা করুন।
২। সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংক এর মধ্যে পার্থক্য কী? ব্যাখ্যা করুন।
৩। মুদারাবা ও মুসারাকা বলতে কী বুঝ? ব্যাখ্যা করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন (Creative Question)

১. কেরাণী গঞ্জের মোল্লার বাজারে নতুন করে কৃষি ব্যাংকের একটি নতুন শাখা দেখে হাসান তার বড় ভাইকে প্রশ্ন করল যে এই গ্রাম্য বাজারে ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা কি খুব বেশি? তখন হাসানের বড় ভাই তাকে বলল যে, আমরা যে সকল ধান ব্যবসায়ীরা এই গ্রামে বসবাস করছি এই ব্যাংক আমাদের সকলের বিভিন্ন আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে যাবতীয় সমস্যা সমাধানকল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং ব্যবসায়িক কার্যক্রমকে অনেক সহজতর করবে এবং কিছুদিন পরেই দেখা গেল যে এই ব্যাংকের সহযোগিতার মাধ্যমে গ্রামের অনেকেই বিভিন্ন কলকারখানা স্থাপনসহ আরো অনেক শিল্পোদ্যোগ গ্রহণ করল।

ক. প্রাইভেট লিমিটেড ব্যাংক-এর ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন পরিচালক সংখ্যা কতজন?
খ. ব্যাংকের তারল্যনীতিটি ব্যাখ্যা কর।
গ. বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে ব্যাংকের ভূমিকা পর্যালোচনা করুন।
ঘ. ব্যাংকিং সেবা চালু করায় মোল্লার বাজারে স্থানীয় লোকেরা শিল্প-কারখানা স্থাপনে আগ্রহী হলো- বিষয়টির সাথে তুমি কী একমত? তা বর্ণনা করুন।

২. জনা যাহেদ মান্নান জনতা ব্যাংক লিমিটেড, চিটাগাংরোড শাখার একজন মহাব্যবস্থাপক। তিনি দক্ষতার সাথে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য সমূহ বাস্তবায়নে যথাযথ ভূমিকা পালন করেন। যদিও ব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন করা তথাপি এর বাইরেও তার ব্যাংক নানাবিধ কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ক. সরকারি ব্যাংকের সর্বোচ্চ পদের নাম কী?
খ. ব্যাংকের দক্ষতার নীতি কী? ব্যাখ্যা করুন।
গ. সরকারের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ব্যাংক কী করে? তা আলোচনা করুন।
ঘ. ব্যাংকের উদ্দেশ্য গুলো মুনাফাভিত্তিক নাকি আর্থসামাজিক উন্নয়নের সাথেও সম্পৃক্ত? বিশ্লেষণ করুন।

৩. শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড বৈধ অনুমোদন নিয়ে গঠিত হয়। একজন গ্রাহক ৫,০০,০০/- টাকা ঋণের জন্য উক্ত ব্যাংকের নিকট আবেদন করেন। তিনি ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম এবং তার জমি বন্ধক রাখতে ইচ্ছুক। কিন্তু তার সরবরাহকৃত তথ্য ও দলিল পত্রাদির মধ্যে যথেষ্ট অমিল রয়েছে।

ক. চেইন ব্যাংক বলতে কী?
খ. ব্যাংকিং কার্যক্রমে আর্থিক সচ্ছলতা কেন প্রয়োজন? ব্যাখ্যা করুন।
গ. শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড প্রতিষ্ঠার জন্য কোন প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন দরকার হয়েছিল? ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. ব্যাক্তিটিকে বন্ধকি ঋণ দেয়া শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর পক্ষে যুক্তিসঙ্গত হবে কিনা? তা মূল্যায়ন করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.১ :	১. খ	২. ক	৩. গ	৪. ক	৫. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.২ :	১. ক	২. গ	৩. খ	৪. ঘ	৫. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৩ :	১. খ	২. ক	৩. খ	৪. গ	৫. ঘ